দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 APR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

24

মূল তালিকার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখুন

..... শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল এক বিবৃতিতে দেশব্যাপী নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ শুরু করার পর আকস্মিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপকে সরকার কর্তৃক সরকারী নীতিমালারই চরম লংঘনের সামিল বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া ইহার প্রতিবাদ এবং শিক্ষা মন্ত্রণা

(১০ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

লয় কর্তৃক পূর্বাহ্নে অনুমোদিত মূল তালিকার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখার দাবী জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, স্বীকৃত গণতান্ত্রিক রীতিনীতি লংঘন করিয়া বর্তমান বিএনপি সরকার সর্বত্র দলীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতেছে, শিক্ষার মত একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বিএনপি'র দলীয়করণ প্রক্রিয়ার শিকার হইতেছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হইয়াছে যাহার প্রতিক্রিয়া হইবে সুদূরপ্রসারী এবং যাহা দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থার উপর একটি মারাত্মক আঘাত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বিরোধীদলীয় নেত্রী বলেন, দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে মোট ২ হাজার ৭৬টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্তর্ভুক্তির তালিকা শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক যথারীতি অনুমোদনের পরে তাহা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ফ্যাসিলিটিজ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ সেই অনুযায়ী টেণ্ডার আহ্বানের পর কার্যাদেশ প্রদান করে এবং অনেক স্থানেই অনুমোদিত ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ কাজও শুরু হইয়া গিয়াছে। নির্মাণ কাজ চলা অবস্থায় আকস্মিকভাবে রহস্যময় কারণে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা হয়। দলীয়করণের মানসে নির্বাচিত বিদ্যালয়ের তালিকা প্রধানমন্ত্রী রদবদল করেন। বেশ কিছু সংখ্যক নির্বাচিত বিদ্যালয়ের নাম বাদ দিয়া দলীয় সুপারিশ অনুযায়ী নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দুর্নীতির সঙ্গে বিএনপি ও দলীয় এমপিরা জড়িত থাকিয়া জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের প্রতিনিধির সুস্পষ্ট মতামতকে পদদলিত করিয়াছে।

শেখ হাসিনা বলেন, অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপের ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্ভাবিত ও অনুসৃত নীতিমালা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইহার ফলে চলতি অর্থবছরে এইখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। এই নাম পরিবর্তন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিরও জ্ঞাতব্যের বাহিরে করা হইয়াছে এবং সর্বশেষ পরিবর্তন সম্পর্কে কমিটিকে পূর্বাহ্নে বা পরবর্তীতে অবহিত করা হয় নাই।